যায়যায়দিন

তারিখ 19 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আসছে

এম মামুন হোসেন

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসছে। ২০১০ সাল থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষায় এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে মাদ্রাসা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। মাদ্রাসায় দাখিল স্তরের পাঠ্যসূচিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নাম্বার বাধ্যতামূলকসহ নতুন পাঠ্যক্রমের আওতায় পাঠদান শুরু হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ।

১৯৮৫ সালে দাখিল স্তরকে এসএসসির সমমানের মর্যাদা দেয়া হয়। আলিম স্তরকে এইচএসসির সমমান করা হয়েছে ১৯৮৭ সালে। দাখিল ও আলিম স্তরের শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে ১০০ নাম্বারের কম বাংলা ও ইংরেজি পড়তে হতো। ইংরেজিতে ২০০ নাম্বার না পড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০১০ সাল) থেকে মাদ্রাসায় দাখিল স্তরের পাঠ্যসূচিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নাম্বার বাধ্যতামূলকসহ নতুন পাঠ্যক্রমের আওতায় পাঠদান শুরু হবে। পরে পর্যায়ক্রমে এটিকে আলিম শ্রেণীতেও বাস্তবায়ন করা হবে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়। এসইএসডিপি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যৌথভাবে কারিকুলাম পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে।

নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন আগামী বছর কার্যকর

সুপারিশ করা নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ১০০ নাম্বারের নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ১২০০ নাম্বারের ১২টি পত্র অধ্যয়ন করতে হবে। বাধ্যতামূলক ১০টি বিষয় হচ্ছে- কোরআন, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিকবিজ্ঞান ও সাধারণ গণিত। এগুলোর মধ্যে আরবি, বাংলা, ইংরেজি বিষয় তিনটি ২০০ করে নাম্বারের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র থাকবে। আর নির্বাচিত বিষয় হিসেবে পরিবর্তন : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পরিবর্তন : মাদ্রাসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিতে হবে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, উর্দু, ফার্সি, শারীরিক শিক্ষা। এগুলোর যে কোনো একটি নিতে হবে যার পূর্ণমান ১০০ নাম্বার।

বর্তমানে মাদ্রাসার দাখিল এবং সাধারণ শিক্ষার এসএসসি- এ উভয় পর্যায়ে ১১০০ নাম্বারের পরীক্ষা হয়। মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার বিষয় কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র। এগুলো প্রতিটি ১০০ নাম্বারের। এছাড়া আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণিত, ইংরেজি, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পৌরনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ অন্যান্য ইসলামিক বিষয় রয়েছে।

দাখিলে (নবম-দশম) নতুন সিলেবাসে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিকবিজ্ঞান- বিষয়ে মোট ১১০০ নাম্বার আবশ্যিক। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকছে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, পৌরনীতি, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু এবং ফার্সি।

বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ১০০ নাম্বারের মধ্যে হাদিস ও ফিকহ একসঙ্গে পড়বে। এছাড়া আরবি দুটি পত্রের পরিবর্তে একীভূত বিষয় হিসেবে তারা ১০০ নাম্বারের আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) পড়বে। এছাড়া থাকবে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান। বাধ্যতামূলক ১০০০ নাম্বার এবং নির্বাচিত ১০০ নাম্বারের বিষয় হিসেবে উদ্ভিদবিদ্যা ও উচ্চতর গণিত থেকে যে কোনো একটি নিতে হবে। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকবে জীববিদ্যা, উচ্চতর গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চতর আরবি, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিকবিজ্ঞান, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস।

মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ। এ বিভাগে শিক্ষার্থীরা মানবিকের মতোই ১১০০ নাম্বারের আবশ্যিক বিষয় পড়বে। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে (১০০ নাম্বার) এ স্তরের শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও উচ্চতর আরবি বিষয় পড়বে।

মাদ্রাসায় মুজাক্কিদ গ্রুপ নামেও একটি বিভাগ রয়েছে। ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা মানবিক বিভাগের মতোই বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ১১০০ নাম্বার পড়বে। তবে মানবিকের কেবল সামাজিকবিজ্ঞানের পরিবর্তে তারা তাজবিদ পড়বে। অতিরিক্ত হিসেবে ১০০ নাম্বারের জন্য কিরাত, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু ও ফার্সি রয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ যায়যায়দিনকে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত কমিটির একটি বৈঠক হয়েছে। মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই করার পর চূড়ান্ত কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে বলে তিনি জানান। আগামী শিক্ষাবছর থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষায় এ পরিবর্তন আনতে পারে বলে জানান মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান।